রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

ঈদুল ফিতর উদযাপনকালে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন
(৭ থেকে ২০ মে-২০২১) ১৪ দিন

ঈদুল ফিতরের আগে-পরে ১৪ দিনে (৭ থেকে ২০ মে-২০২১) দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **২৩৯**টি। নিহত **৩১৪** জন এবং আহত **২৯১** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৪৩**, শিশু **২৮**। **১২১**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৩৪** জন, যা মোট নিহতের **৪২.৬৭** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৫০.৬২** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **৭৬** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **২৪.২০** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৩৭** জন, অর্থাৎ **১১.৭৮** শতাংশ।

এই সময়ে **৪** টি নৌ-দুর্ঘটনায় **৩** জন নিহত এবং **৭** জন আহত হয়েছে। **১**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **১** জন নিহত হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৭টি জাতীয় দৈনিক, **৫**টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **১৩৪** জন **(৪২.৬৭%)**, বাস যাত্রী **৪** জন **(১.২৭%)**, ট্রাক-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি যাত্রী **১৭** জন **(৫.৪১%)**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার যাত্রী **২৯** জন **(৯.২৩%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (সিএনজি-ইজিবাইক-অটোরিকশা-টেম্পু) **৩৩** জন **(১০.৫০%)**, নসিমন-ভটভটি-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়ি যাত্রী **১৬** জন **(৫.০৯%)**, প্যাডেল রিকশা-বাইসাইকেল আরোহী **৫** জন **(১.৫৯%)** নিহত হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **৯৪**টি **(৩৯.৩৩%)** জাতীয় মহাসড়কে, **৮৯**টি **(৩৭.২৩%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৩৪**টি **(১৪.২২%)** গ্রামীণ সড়কে, **১৮**টি **(৭.৫৩%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৪**টি **(১.৬৭%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনাসমূহের **৪৪**টি **(১৮.৪১%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **৯৫**টি **(৩৯.৭৪%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **৭৬**টি **(৩১.৭৯%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **১৯**টি **(৭.৯৪%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **৫**টি **(২.০৯%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত/দায়ী যানবাহন- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ **২২.৫০** শতাংশ, ট্রাক্টর-ট্রলি **৩.৭১** শতাংশ, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-এ্যাম্বুলেন্স-জীপ **৯.৯৭** শতাংশ, যাত্রীবাহী বাস **৪.৮৭** শতাংশ, মোটরসাইকেল **২৯.২৩** শতাংশ, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-টেম্পু) **২০.৪১** শতাংশ, নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়ি **৬.৭২** শতাংশ এবং প্যাডেল রিকশা- রিকশাভ্যান-বাইসাইকেল **২.৫৫** শতাংশ।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত যানবাহনের সংখ্যা **৪৩১**টি। (ট্রাক **৬২**, বাস **২১**, কাভার্ডভ্যান **১২**, পিকআপ **২৩**, ট্রলি **৭**, ট্রাক্টর **৯**, মাইক্রোবাস **২৪**, প্রাইভেটকার **১৬**, এ্যাম্বুলেন্স ১, জীপ ১, র‍্যাবের পিকআপ ১, মোটরসাইকেল **১২৬**, ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-টেম্পু **৮৮**, নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়ি **২৯** এবং প্যাডেল রিকশা, রিকশাভ্যান, বাই-সাইকেল **১১**টি।

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৫.৮৫%**, সকালে **২৮.৮৭%**, দুপুরে **২২.৫৯%**, বিকালে **২৩%**, সন্ধ্যায় **৭.৯৪%** এবং রাতে **১১.৭১%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **৩৩.৪৭%**, প্রাণহানি **৩২.৮০%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৬.৭৩%**, প্রাণহানি **১৪.৯৬%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১৪.৬৪%**, প্রাণহানি **১৬.২৪%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **৮.৭৮%**, প্রাণহানি **৯.৮৭%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.৬৯%**, প্রাণহানি **৭.৯৬%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৭.৫৩%**, প্রাণহানি **৭.৬৪%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.২৭%**, প্রাণহানি **৫.৪১%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.৮৫%**, প্রাণহানি **৫.০৯%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **৮০**টি দুর্ঘটনায় নিহত **১০৩** জন। সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বিভাগে। **১৪**টি দুর্ঘটনায় নিহত **১৬** জন। একক জেলা হিসেবে চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **১৮**টি দুর্ঘটনায় **২৩** জন নিহত। সবচেয়ে কম জামালপুর জেলায়। **২**টি দুর্ঘটনা ঘটলেও কেউ হতাহত হয়নি।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য **২** জন, র‍্যাবের কর্মকর্তা **১** জন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক **২** জন, স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **৭** জন, আইনজীবী **১** জন, চিকিৎসক **২** জন, এসি ল্যান্ডের ড্রাইভার **১** জন, ইংল্যান্ড প্রবাসী **১** জন, স্থানীয় সাংবাদিক **৩** জন, ব্যাংক কর্মকর্তা **৪** জন, মসজিদের ইমাম **৩** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **৫** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **৯** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **১৮** জন, পোশাক শ্রমিক **৯** জন, মটর শ্রমিক **১** জন, নির্মাণ শ্রমিক **৩** জন, রাজমিস্ত্রি **২** জন, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধি **২** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **৬** জন এবং চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের **১** জন ছাত্রসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের **৪৩** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাংসদ এবং ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান- এরা দুইজন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা (সার্ভিস লেন) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মন্তব্য: ২০২০ সালের ঈদুল ফিতরের আগে-পরে **১২** দিনে **১২৮**টি দুর্ঘটনায় **১৪৭** জন নিহত হয়েছিল। গড়ে প্রতিদিন নিহত হয়েছিল **১২.২৫** জন। এবারের ঈদুল ফিতরের আগে-পরে **১৪** দিনে নিহত হয়েছে **৩১৪** জন। প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে **২২.৪২** জন। এই হিসেবে প্রাণহানি বেড়েছে **৮৩** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১৮** থেকে **৬৫** বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **২৬৭** জন, অর্থাৎ **৮৫** শতাংশ। বিষয়টি চরম উদ্বেগজনক।

ট্রাক, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ট্রাক এবং মোটরসাইকেল সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চরম হুমকি হয়ে উঠেছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে তারা নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যান্য যানবাহনকে আক্রান্ত

করছে। পথচারী নিহতের অধিকাংশ ঘটনা ঘটছে ট্রাক, পিকআপ, কাভার্ডভ্যান ও মোটরসাইলের চাপায়-ধাক্কায়। পথচারীরা যেমন সড়কে নিয়ম মেনে চলে না, তেমনি যানবাহনগুলোও বেপরোয়া গতিতে চলে। ফলে অহরহ পথচারী নিহতের ঘটনা ঘটছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে ঈদের পূর্ব থেকেই দূরপাল্লার গণপরিবহন বন্ধ রেখেছে। কিন্তু কোনোভাবেই ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। মানুষ পায়ে হেঁটে, ছোট ছোট যানবহনে অবর্ণনীয় কষ্ট করে গন্তব্যে পৌঁছেছে। এ সময় ঢাকার বহির্মুখী পথসহ সারা দেশের নৌ ও সড়কযানে চরম নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা ঈদ পরবর্তী কর্মস্থলে ফেরার যাত্রায়ও বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে।

অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার কোনো অগ্রগতি নেই। আসলে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনে: **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**